প্রথম আলো

বিজ্ঞানাগার ও শিক্ষক-সংকট, বরাদ্দও নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগারসংকট রয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে নামমাত্র বিজ্ঞানাগার থাকলেও নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ, আছে বিজ্ঞানের শিক্ষকসংকটও।

দেশের ১১টি জেলা-উপজেলায় ২৫টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো মানের বিজ্ঞানাগার আছে। পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বিজ্ঞানাগার আছে নামমাত্র।

মাত্র সাতটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন। অন্যগুলোয় বিজ্ঞানের শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গণিতের একজন ও জীববিজ্ঞানের একজন করে শিক্ষক আছেন। তাঁরাই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা পড়ান।

সেভ দ্য চিলড্রেনের অর্থায়নে পরিচালিত চাইল্ড পার্লামেন্ট দেশের ৬৪টি জেলায় গত বছর একটি জরিপ পরিচালনা করে। এতে ২৪২ জন শিক্ষার্থী এবং ২০৩ জন অভিভাবক অংশ নেন। জরিপে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৬১ দশমিক ৭ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, তাদের ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে, বিজ্ঞানাগারের জন্য তাদের অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। ওই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার না থাকা এবং ব্যবহারিক ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করার কাজে যুক্ত বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের গত বছরের তথ্যমতে, দেশের ৭৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে আলাদা কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। বিদ্যালয়প্রতি বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন গড়ে ২ দশমিক ৭ জন।

সরেজমিন : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত দৌলতপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গবেষণাগার আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক পদার্থ নেই। উপজেলার ৬০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০টি বিদ্যালয়ে গবেষণাগার হিসেবে আলাদা কক্ষ আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামা নেই। যেগুলো আছে, তার বেশির ভাগই পুরোনো, তেমন কাজে আসে না। বিজ্ঞানের জন্য চারজন করে শিক্ষক প্রয়োজন, সেখানে আছেন দুজন।

দৌলতপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক হোসেন বলেন, গবেষণাগারের সরঞ্জামাদির জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। এ কারণে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে প্রকৃতভাবে হাতেকলমে শিক্ষা নিতে পারে না। তা ছাড়া বিজ্ঞানের শিক্ষক তুলনায় কম। বিদ্যালয়গুলোয় বিজ্ঞানের শিক্ষক বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ উপজেলার সাধারণ মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খলিশাকুড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গত বছর নবম শ্রেণীতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৭৭ জন। এর মধ্যে মাত্র তিনজন ছিল বিজ্ঞান শাখায়। আর বিজ্ঞান শাখা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১০ জন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিজ্ঞানের এক শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ে গবেষণাগার আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সরঞ্জামা নেই। রাসায়নিক পদার্থ যা আছে, তা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো বিজ্ঞান মেলা হয় না। উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক কারণে এগুলো করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। সবাই পাস করে, কিন্তু কেউ জিপিএ-৫ পায় না।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রথম আলোকে বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ের আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। তিনি আরও বলেন, জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে চাইলে এ খাতে আলাদা বরাদ্দ দেওয়া জরুরি।

টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

তারিখ ... 12 APR 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...